খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় বার্ষিক পালকীয় সভা ২০০৮

খুলনা ধর্মপ্রদেশে গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ঐশবাণী প্রচার' মূলসুরের উপর ভিত্তি ক'রে যশোরের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ত্রয়োত্রিংশতম বার্ষিক পালকীয় সভা। পালকী সভায় বিশপ, ফাদার, সিস্টার এবং খ্রীষ্টভক্ত মিলে ১২০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র খ্রীষ্টযাগের মধ্য দিয়ে খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় বার্ষিক পালকীয় সভার শুভ সূচনা হয়। খ্রীষ্টযাগে পৌরহিত্য করেন খুলনার মহামান্য বিশপ বিজয় এন, ডি'ক্রুজ, ও.এম.আই.। বিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশে সকলকে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এম্মাউসের পথে দু'জন ভগ্নহৃদয় ও হতাশাগ্রস্ত শিষ্যের সঙ্গে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট একাত্ম হয়ে তাদের সমব্যথী হলেন এবং তাদের কষ্ট হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। শিষ্যেরা পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে অভিজ্ঞতা ক'রে স্বাধীনভাবে প্রচার কাজ শুরু করেন। খ্রীষ্টযাগ থেকে আমরা নব জীবন লাভ করি এবং বাণী প্রচারের অনুপ্রেরণা পাই। ঐশবাণী যেন সকল খ্রীষ্টভক্তের জীবন উৎস হয়ে ওঠে এবং তারা যেন ঐশবাণী হয়ে ওঠে – এই আশা ব্যক্ত করে বিশপ মহোদয় উপদেশ শেষ করেন।

পালকীয় সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশপ মহোদয় বলেন যে, অক্টোবর মাসে যে বিশ্ব বিশপ সম্মেলন হতে যাচ্ছে, তার মূলসুর হিসাবে মহামান্য পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট "খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণ কাজে ঈশ্বরের বাণী" চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তারা ছিলেন বাণীর মানুষ। বাণীর মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করত। যীশুর মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। বাণী হলো, আমাদের জীবনের উৎস। ঈশ্বরের বাণীর সাথে সহযোগিতা করে আমরা জীবনে ফলশালী হয়ে উঠি।

ঐশবাণী প্রচার

– বিশপ বিজয় এন, ডি'ক্রুজ, ও এম আই

বাণীর আধ্যাত্মিকতা

অন্যান্য জাতির লোকদের সামনে ইহুদীরা গর্ব করে বলত যে, তাদের সদাপ্রভু, জীবন্ত ঈশ্বর; অন্যান্য দেবতার কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না, চোখ আছে দেখতে পায় না, মুখ আছে কথা বলতে পারে না কিন্তু তাদের ঈশ্বর কথা বলতে পারে।

পুরাতন নিয়মে প্রবক্তারা ছিলেন বাণীর মানুষ। এই বাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হত। ঐশ বাণী ছিল রহস্যময় জ্ঞান, অন্তরে দৃঢ় নিশ্চয়তা, ঐশ ও মানবীয় ব্যাপারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বাণীর মধ্য দিয়েই তারা তাদের আহ্বান লাভ করেছে। যে বাণী তারা শুনত সেই বাণী প্রচার করত। মোশী ঈশ্বরের সাথে বন্ধুর মত কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেন নি। এই বাণীর মধ্য দিয়েই তারা ঈশ্বরের রহস্যময়, গোপনীয় জীবনে প্রবেশ করত, তাঁর পরিকল্পনা তারা জানত এবং সেগুলো মানুষের কাছে প্রকাশ করত। যখন এই বাণী তাদের কাছে আসত তখন তারা অতিন্দ্রিয় মানুষিক অবস্থা ও অসাধারণ অনুভূতি লাভ করত। প্রবক্তাদের বাণী ছিল শক্তিশালী কারণ বাণীর উৎস ছিল ঈশ্বর। এই বাণী ছিল ফলপ্রসূ, সৃষ্টিধর্মী ও শক্তিশালী (fruitful, efficacius and powerful)। বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে এবং মাঠ জলসিক্ত না করে, ও সেই মাটি বীজবুনিয়েকে ও মানুষকে খাদ্য দান করে তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না। যে উদ্দেশ্যে তা প্রেরণ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করে ফিরে আসে... বাণী নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসে না (ইসা ৫৫:১০-১১)। ঈশ্বরের বাণী শক্তিশালী, যা বলে তা পূরণ করে।

কোন কোন প্রবক্তা বাণী খেয়ে ফেলেছেন। জেরেমিয়া বলেন : আমি ক্ষুধার্তের মতো আনন্দের সাথে বাণী খেয়েছি। ফন রাড বলেন : এ অংশ আধ্যাত্মিকভাবে বুঝার দরকার নেই, এমনকি শারীরিকভাবেও তারা ঐশ বাণীর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণী খাওয়ার পর তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন এসেছে যেমন বাক্য দেহ ধারণ করলেন। বাণী খেয়ে ফেলা, আত্মস্থ করা হল বাণী প্রচারের পূর্ব শর্ত। মোশী বলেছেন : ঈশ্বরের নিয়ম-বাণী হল তাদের জীবন (দ্বি বি ৩২:৪৭)। মরু প্রান্তরে ঈশ্বর মান্না দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে (দ্বি বি ৮:৩)। বাণী চিরস্থায়ী : শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী (ইসা ৪০:৮)।

বাণী তাদের নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে নয় বরং তা দেয়া হয়েছে প্রচার করতে। তারা ছিলেন ঈশ্বরের মুখ-পাত্র (জেরে ১৫:১৯)। পৌল তিমথিকে বলেছেন : যে বাণী তুমি আমার মুখ থেকে শুনেছ, সেই বাণীকে আদর্শ করেই চল। তা সযত্নে রক্ষা করো (২ তিমথি ১:১৪)। তিমথির প্রতি পৌলের শেষ বাণী : ঐশ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে উদ্যমের সঙ্গেই তা প্রচার কর (২ তিমথি ৪:২)। এই বাণী মহা মূল্যবান রত্নস্বরূপ, যে একবার এর সন্ধান পায়, সে সব কিছু বিক্রি করে তা কিনে ফেলে।

যীশুর মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বহুবার বহুরূপে ঈশ্বর কথা বলেছেন প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে, কিন্তু শেষ যুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তিনি কথা বলেছেন আপন পুত্রেরই মুখ দিয়ে (হিব্রু ১:১-২)। যীশুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের ঐশ আত্মপ্রকাশ পূর্ণতা লাভ করেছে। যীশু শুধু ঈশ্বরের বাণী প্রচারই করেন নি বরং নিজেই বাক্য ও সত্য (যোহন ১:১; ১৪:৫-৬)। যীশু তাঁর বাণী সম্পর্কে বলেছেন : যে কেউ আমার বাণী শোনে ও মেনে চলে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকেরই মতো,

যে নিজের বাড়ী গড়ে তুলেছে পাথরের ভিত্তির উপর (মথি ৭:২৪)। স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ পাবে আমার বাণী কখনও শেষ হবে না (মথি ২৪:৩৫)। ঈশ্বরের বাণীর সাথে সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে আমরা জীবনে ফলশালী হয়ে উঠি (বীজ বপকের উপমা)। যীশুর বাণী এত শক্তিশালী যে, দূর থেকে উচ্চারণ করলেও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারি।

বিশপদের সীনডে এই বিষয় বেছে নেয়ার কারণ :

১) আদিতে ছিল, বাণী, বাণী ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিল ঈশ্বর (যোহন ১:১); এই বাণী অনন্তকালীন বাণী (ইসা ৪০:৮)। এই বাণী ছিলেন সৃষ্টিতে ও মানুষে, যার মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে : ঈশ্বর বলেছেন (আদি ১:৩,৬...)। এই বাণী মানুষ হয়েছেন। অসীম ভালবাসায় ঈশ্বর জনগণকে তাঁর বাণী দিয়েছেন যাতে তারা সাক্ষ্য বহন করতে পারে। এই সভা বাণীর উপর ধ্যান করতে চায় যা আমাদের জন্য ঈশ্বরের মহা দান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া, খ্রীষ্টানদের কাছে বাণী ঘোষণা এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের কাছে তা প্রচার।

২) অনেক মানুষ এই বাণী শুনতে চাচ্ছে। খ্রীষ্টানদের জীবনের উৎস এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা। বাণীর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের জীবনে অংশগ্রহণ করি। বাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ একটা চলমান প্রক্রিয়া, কৃপা-আশীর্বাদপূর্ণ একটা ঘটনা। এই যোগাযোগ ঘটে পবিত্রাত্মার মধ্য দিয়ে যাতে আমরা জীবন পেতে পারি – পুরোপুরিভাবেই পেতে পারি।

৩) যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঐশ বাণীর কেন্দ্র। অতীতেও মণ্ডলী ঐশ বাণীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে : ত্রয়োদশ লিও, পঞ্চদশ বেনেডিক্ট এবং দ্বাদশ পিউস তাদের সার্বজনীন পত্রের মধ্য দিয়ে এ কাজ করেছেন। মণ্ডলী সর্বদাই বাণীর উপর গুরুত্ব দিয়েছে এই বিশ্বাস করে যে, বাণীর মধ্য দিয়েই মণ্ডলী নতুন বসন্তকালে উপনীত হবে (ষোড়শ বেনেডিক্ট)।

৪) নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এই সিনড একটা যোগসূত্র দেখাতে চাচ্ছে খ্রীষ্টযাগ-খ্রীষ্টপ্রসাদ ও বাণীর মধ্যে। কারণ মণ্ডলী পুষ্টি লাভ করে খ্রীষ্টযাগের বেদী ও বাণী থেকে জীবন্ত রুটি হিসাবে। এই ঐশবাণী আমরা যীশুর মধ্য দিয়ে পূর্ণভাবে লাভ করি, যা উপস্থিত পবিত্র বাইবেলে ও খ্রীষ্টপ্রসাদে। সাধু জেরোম বলেন যে, এ জগতে যীশুর দেহ ও রক্ত হলো আমাদের প্রকৃত খাদ্য ও পানীয়। যা উপস্থিত শুধু তাঁর দেহ ও রক্তে নয়, উপস্থিত বাণীতে। ঐশ বাণী থেকে যে জ্ঞান হিসাবে লাভ করি, তা হলো আমাদের খাদ্য ও পানীয়।

৫) ভাটিকান মহাসভার চল্লিশ বছর পার হয়েছে (ঐশ প্রত্যাদেশ)। মণ্ডলী অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে, বাইবেলের জ্ঞান, আগ্রহ, বাইবেলীয় সেবা কাজ ইত্যাদি। তবুও অনেকে বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ, অনেকে এখনও বেশী ব্যবহার করে না। আত্মা আমাদের যেভাবে পরিচালনা করছে, আমরা যাতে বাণীকে ভালবাসি, অনুধ্যান করি, জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাণী মাণ্ডলিক জীবনের ভিত্তি হয়ে উঠুক যাতে আমাদের জনগণের জীবনে ঐশ বাণী হয়ে উঠে সত্য ও ভালবাসার বাণী।

৬) এই সীনডের উদ্দেশ্য হলো পালকীয় সেবামূলক। জনগণকে পরিচালনা করা সেই জ্ঞানের দিকে যে, বাণী হলো আমাদের জীবনের উৎস। তারা যাতে এই বাণীকে আরও গভীরভাবে ভালবাসে। তাদের জীবনে সহজলভ্য পুস্তক হয়ে উঠে, তার প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে উঠে। এই সীনড ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রকৃত বাইবেলীয় ব্যাখ্যা প্রচলন, বাণী ও খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার ও সংস্কৃত্যায়ন বেগবান হবে। এই সীনড প্রত্যাশা করে যে, বাইবেল চর্চার মধ্য দিয়ে আন্তঃমাণ্ডলিক, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ বলবান হবে।

আমার জীবনে এই সত্যময় বাণীর স্থান কোথায় ? আমি কি বাইবেলের সাথে পরিচিত ? এটা কি আমার জীবনের প্রেরণার উৎস ? বাইবেল কি আমার দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক জীবনের খাদ্য ? আমার পরিবারে ও আমার সমাজে আমি কি বাণী হয়ে উঠি ?

২০০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত

১। আপনার ধর্মপল্লীতে খ্রীষ্টীয় পরিবার গঠনের লক্ষ্যে, ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এবং বয়স ভিত্তিক ধর্মশিক্ষাকে চলমান রাখার লক্ষ্যে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ?

❑ বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে যে সকল প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে , তা নিম্নরূপ –

বয়স ভিত্তিক ধর্মশিক্ষাদান প্রতিটি ধর্মপল্লীতে মূলভাব ব্যানারে লিখে টাঙ্গানো। প্রথম কমূনিয়ন, হস্তার্পণ ও সাক্রামেন্তীয় শিক্ষাদান, অবৈধ বিবাহ সংশোধন এবং দাম্পত্য কলহ মিমাংসা করা, বিশ্বাস, নৈতিকতা ও বাইবেলের শিক্ষাদান। মারীয়া সংঘের মায়েদের শিক্ষাদান, এইড্স্ সম্পর্কে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা, শিশু মঙ্গল, ওয়াই সি এস-এর মাধ্যমে শিক্ষা, বি সি এস এম-এর মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধে জীবন গঠন ও পরিচালনা, পরিবার পরিদর্শন, রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদান, আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপ, বেদী সেবকদের শিক্ষা, রোজারীমালা ও সভা প্রার্থনা করা। আগমন ও তপস্যাকালীন প্রস্তুতিস্বরূপ সভা প্রার্থনা।

২। এগুলি বাস্তবায়নের ফলে কি কি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় ?

❑ খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষদের তুলনায় মায়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খ্রীষ্টভক্তদের বিশ্বাস ও ভক্তি বেড়েছে। উপাসনাতে ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, মাণ্ডলিক ও সামাজিক কর্মে স্বেচ্ছাদান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচনা :

পরিবার

আমাদের পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে খ্রীষ্টীয় ভালবাসার অভাব রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি আরও মনোযোগী হতে হবে। আমাদের প্রাক বিবাহ শিক্ষা জোরদার করা দরকার। অল্প বয়সে বিবাহের জন্য ও দারিদ্রের কারণে ভালবাসা হারিয়ে যাচ্ছে, পরিবারও ধ্বংস হচ্ছে। বিবাহের বয়স দেশের আইন মোতাবেক হওয়া ভাল। অনেক পরিবার তাদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন, সি ডি চালিয়ে সময় কাটান। তবে অনেক পরিবারই প্রার্থনাকে তাদের পরিবারের কেন্দ্রে স্থান দেন যা তাদের সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হয়।

পরিবারের ভালবাসার সাথে ঐশ্বরিক ভালবাসা সংযুক্ত রয়েছে। খ্রীষ্টীয় বিবাহ কি, সেটা অনেকেরই ধারণা নেই। এই ধারণা না থাকলে অবৈধ বিবাহ কমবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে শিক্ষা অপরিহার্য। সন্দেহ মানুষের মনে ক্ষতের সৃষ্টি করে। যা পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। দরকার পরস্পরের সঙ্গে সহভাগিতা। বিবাহের সঙ্গে যদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকে তবে সমস্যা বাড়বে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সময় দিতে হয়। পিতামাতার দায়িত্ব তাদের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা।

ধর্মশিক্ষা

ধর্মশিক্ষা প্রদানে ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ দরকার। শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পুস্তকাদি থাকতে হবে। ধর্মশিক্ষকগণকে যথেষ্ট বেতন প্রদান করা প্রয়োজন। পুস্তকের অভাবে আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অন্য বিদ্যালয়ে চলে যায়। পালক পুরোহিত ও কাটেখিষ্টগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মশিক্ষার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। মণ্ডলী হতে যে সকল ছেলেমেয়ে আর্থিক সাহায্য পায়, তারা ছোটদের ধর্মশিক্ষা দানে স্বেচ্ছা

সেবা দিতে পারে।

জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার পিও জানান, গত বছর খুলনা ধর্মপ্রদেশের ২৪০ জন ব্যক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মশিক্ষা ছাড়া ঐশবাণী আসবে না। বাইবেলের উপর আমাদের অনেক কিছু জানার আছে। কিন্তু নিয়মিত ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু বলছি না। তাই আমাদের নিয়মিত ধর্মশিক্ষার উপর প্যারিশ পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্রেডিট ইউনিয়ন

কেন্দ্রীয় এবং উপ-কেন্দ্রীয় পর্যায় ক্রেডিট ইউনিয়ন করা দরকার। ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী সহায়তা দিলে ক্রেডিট ইউনিয়ন ঠিক ভাবে চলবে। ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক একটি গঠনতন্ত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য সহায়ক হবে। ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন এনজিও দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম জনগণকে আরো ক্ষতি করছে।

"তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমরা এখন আর বিদেশী বা প্রবাসী নও, বরং তোমরা পুণ্যজনদের সহনাগরিক এবং ঈশ্বরের আপনজন। তোমরা প্রেরিতদূত ও প্রবক্তাদের ভিত্তির ওপর নির্মিত যেন একটি গৃহ; আর সংযোগ-প্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট-যীশু। তাঁকেই অবলম্বন ক'রে সমগ্র নির্মিতি সুসংহত হয়ে এক পুণ্য মন্দির-রূপে গড়ে উঠছে প্রভুর আশ্রয়ে। তাঁকে অবলম্বন ক'রেই অন্য সকলের সঙ্গে তোমরাও এখন পবিত্র আত্মার অনুপ্রাণনায় ঈশ্বরের আবাস হয়ে গড়ে উঠছ !...